সংবাদ

তারিখ ... 19 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

প্রধান শিক্ষককে কানে উঠবস করানো ও চাকরি থেকে বরখাস্ত : আমাদের চোখ খুলে দেবে কি?

শরীফুর রহমান আদিল

'শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার, দিল্লির পতি সেতো কোন ছার, ভয় করি নাকো ধারি নাক ধার মনে আছে মোর বল, বাদশাহ শুধালে শাস্ত্রের কথা শুধাবো অনর্গল, যায় যাবে প্রাণ তাহে, প্রাণের চেয়েও মান বড় আমি বোঝাব শাহনশাহকে'। উপরোক্ত কবিতার পংক্তিগুলো শিক্ষকের মর্যাদা গুণগান গাওয়াই হয়েছে কিন্তু আজকের দিনে শিক্ষকের মান বলতে গেলে একেবারে তলানিতে এর প্রধান এক কারণ হলো ম্যানেজিং কমিটি কিংবা গভর্নিং বডির সদস্যদের দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও শিক্ষকদের ওপর এসব সদস্যদের দ্বারা নির্যাতন কিংবা শোষণ। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ৯৫ ভাগই পরিচালিত হচ্ছে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আর এসব বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেখভাল করার দায়িত্ব সরকার দিয়েছে ম্যানেজিং কমিটি কিংবা গভর্নিং কমিটির হাতে। মূলত এরশাদ সরকার পতনের পর থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের স্কুল পরিচালনা কমিটি কিংবা কলেজ পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বে দিয়ে আসছেন আর সেই থেকে বলা যায় শিক্ষকদের লাঞ্ছনা শুরু। তবে এই লাঞ্ছনার পূর্ণতা পায় ২০০৮ সালের পর থেকে ! আর এ সব গভর্নিং বডির অত্যাচার কিংবা নির্যাতন প্রতিনিয়ত কোন না কোনো শিক্ষক ভোগ করছে কিন্তু এসব পত্রিকাতে না আসায় কিংবা হাইলাইট না হওয়ায় তা মানুষের অজানাই রয়ে যায়। গত ১৪ মে নারায়ণগঞ্জের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে ম্যানেজিং কমিটি ও তাদের দোসর কর্তৃক মারধর এবং এমপি আসার পর জনসম্মুখে কানে উঠবস করানো এবং তার একদিন পরে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ফলে এই ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর চেহারা প্রকাশিত হয়েছে একইভাবে এই ম্যানেজিং কিংবা গভর্নিং বডির কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ৩২০০ কলেজের শিক্ষকদের উপর গভর্নিং বডির নির্যাতন আর স্কুল ম্যানেজিং কমিটির দৌরাত্ম্যে শিক্ষক সমাজ আজ বড়ই অসহায় আর নিরুপায় গভর্নিং বডির বা স্কুল ম্যানেজিং কমিটের কথা মনে হয় রিমান্ডের চেয়েও ভয়ঙ্কর। উত্তর কোরিয়ার কিম জন উন প্রতিদিন টেলিভিশনে আসতেন মানুষকে শিক্ষা আর বিনোদন দিতে আর আমদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা প্রতিদিন আসেন শিক্ষকদের নিত্যনতুন নির্যাতন আর কারাভোগ আর শোকজ আর চাকরিচ্যুত্য ফন্দি নিয়ে! এরা কেউ কেউ ৮ম শ্রেণী পাস না করলেও শুধু রাজনীতি কিংবা অর্থের প্রভাবে তারা আজ স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বা, কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য বা, সভাপতি! তাদের কার্যকলাপ এমন যে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী বা, গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। এদের কারণে আজ স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকরা সবচাইতে লাঞ্ছিত আর বঞ্চিত। নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলাকার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে মারধর ও পরে এমপির ও জনসম্মুখে কানে উঠবসের ঘটনা ও পরে সভাপতি বিদেশ থাকা সত্ত্বেও প্রভাব খাটিয়ে তার চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে অর্থ্যাৎ-যেখানে জনসম্মুখে কানে উঠবস করানোর অপরাধে এমপি স্লিংবা ম্যানেজিং কমিটির বিচার হওয়ার কথা ছিল উল্টো সেই শিক্ষকের চাকরি চলে গেল যার ফলে ম্যানেজিং কমিটি কিংবা গভর্নিং বডির কার্যকলাপের কিছুটা চিত্র প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। একইসঙ্গে বুঝা গেল কীভাবে এসব ম্যানেজিং কিংবা গভর্নিং বডির লোকজন শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করছে। আর অন্যভাবে অনুমান করা যায় দেশের সবর্ত্রই শিক্ষকদের কি অবস্থা। সারাদেশে শিক্ষকদের ওপর এ ধরনের নির্যাতন হরহামেশাই ঘটছে আর এইসব নির্যাতনের চিত্র কখনো গণমাধ্যমের সাহায্যে আমরা জানতে পারি, আবার কোনটি আমরা জানতে পারি না, গণমাধ্যমে আসলে তা হয় আলোচিত বা সমালোচিত, আর গণমাধ্যমে প্রকাশিত না হলে তা হয় উক্ত শিক্ষকের কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি। কে জানতো যদি নারায়ণগঞ্জের এই ঘটনাটি মিড়িয়াতে না আসতো তবে তা সেই প্রধান শিক্ষকের উপযুক্ত শাস্তি হিসেবে ধরে নেয়া হতো কি-না? আবার কোন কোনটি শিক্ষক নিজে চাকরিচ্যুত আর সম্মান হারানোর ভয়ে তার ওপর আরোপিত বিভিন্ন অযাচিত-অযৌক্তিক ধারণা প্রকাশ করেন না কেননা শিক্ষক হওয়ায় সে খুবই অসহায়। আমাদের সমাজে শিক্ষকরা সমাজের মানুষের সহানুভূতি আর করুনার ওপর চেয়ে থাকতে হয় এদের সমাজে বিশেষ কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নেই। আবার কোন শিক্ষক প্রতিবাদ করলেও তা শিক্ষকসুলভ আচরণ নয় বলে তাকে শোকজ করে আবার কখনো বহিষ্কার করার ঘটনাও ঘটে, যা এখন নিত্যনতুন ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

২০০৩ সালে ভারতে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপনে উপলক্ষে ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ তার বক্তৃতায় বলেছিলেন- 'একজন শিক্ষার্থী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ১৬ ঘন্টাই তার শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকে' কিন্তু এখন তার পরিবর্তে বলতে হয় একজন শিক্ষার্থী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬ ঘন্টাই যে ভারতীয় টিভি সিরিয়াল, রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন, অন্ধ লোভ আর ক্ষমতাকে লালন, বইয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে ফেসবুকে আর নীল জগতে মনোযোগী হওয়ায়টাই জরুরি মনে করে; ফলে এখান থেকে প্রাপ্ত সংবেদনগুলো সে যেভাবে গ্রহণ করে ঠিক সেভাবে সে তার জগতকে মূল্যায়ন করে। তখন শিক্ষকদের শেখানো বুলিগুলোকে বাজে কথার তুবড়ি বলে ফেলে দিচ্ছে সে! আবার রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি নেতারা ও এ পেশার লোকদের চোখ রাঙিয়ে আর বৃদ্ধা আঙ্গুলী প্রদর্শন করে হরহামেশাই করে যাচ্ছে অনৈতিক আর অসামাজিক কাজসমূহ। সেখানে এসব শিক্ষক মুখ বুঝে সহ্য করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। প্রাচীন এক প্রবাদ ছিল- পিতা-মাতা আর শিক্ষকদের মানা প্রকৃতির প্রথম নিয়ম আর এখন মনে হয় গভর্নিং বডির সদস্য, পুলিশ আর ছাত্রদের কথা মানাই হলো বাংলাদেশের প্রথম আইন! এদের আচরণ আর শিক্ষকদের মুখ বুঝে সহ্য করা দেখে বিস্মিত মনে প্রশ্ন জাগে শিক্ষক সম্প্রদায় কি এতিম? তারা কি শুধুই মানুষের সহানুভূতি আর করুণার ওপর নির্ভর করবে? এদের সামনে কোন অনৈতিক ঘটনা ঘটে গেলেও কি প্রতিবাদ করতে পারবে না ? এদের জন্য কি কোন সুরক্ষা আইন প্রণীত হবে না?

সরকার তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকরণের লক্ষ্যে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগ গভর্নিং বডির হাত থেকে তুলে নিয়ে সরকার নিজের হাতে নিয়েছে কিন্তু চাকরিচ্যুতের কর্তৃত্ব কেন সরকারের হাতে নেয়নি? কেন এসব নিষ্ঠুর, লোভী আর কতৃত্বজাহীর কারী ও ক্ষমতালোভী ব্যক্তিদের নিকট ছেড়ে দিয়েছে? আজ শিক্ষকের চাকরিচ্যুত্যর বিষয়টি ম্যানেজিং কমিটি কিংবা গভর্নিং বডির হাতে যদি না দিত তবে এ ধরনের ঘটনা সর্বত্রই ঘটতো না। আমরা হলফ করে বলতে পারি যে নারায়ণগঞ্জের সেই প্রধান শিক্ষককে দেয়া অনৈতিক প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা তাকে কানে উঠবস করান কিন্তু যদি ম্যানেজিং কমিটির হাতে তার চাকরিচ্যুত্যের ক্ষমতা না থাকতো তবে সেই হেনস্থা হওয়া প্রধান শিক্ষক কানে ধরে উঠবস করতেন না।

আমাদের জানতে ইচ্ছে হয় ম্যানেজিং কিংবা গভর্নিং বডির কাজ কি প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করা না শিক্ষকদের কোণঠাসা করে শিক্ষকদের ওপর নিষ্ঠুর ও অমানবিক নিপীড়ন আর অত্যাচার চালানো? এক গবেষণায় উঠে এসেছে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কারা গভর্নিং বডির সদস্য কিংবা সভাপতি হোন এবং তাদের দ্বারা আসলে শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী কেউই সুফল পাচ্ছে না বরং ছোটকাল থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের আইন হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। একই গবেষণায় দেখা যায় যে অধিকাংশ গভর্নিং বডির সদস্যদের মধ্যে একজন থাকে শিল্পপতি যিনি তার শিক্ষকদের খাটাতে চান তার কারখানার শ্রমিকদের ন্যায় কিন্তু তারা বুঝতে চান না যে শিক্ষকতা হলো অবকাশকালীন এক পেশা যেখানে শিক্ষকের কোন বিশ্রাম নেই আবার শিক্ষকের কোন ছুটিও নেই শিক্ষক বাসা গিয়েও তার পরবর্তী ক্লাসের পড়া দেখে আসতে হচ্ছে এবং শ্রেণীকক্ষের কিংবা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা তাকে মূল্যায়ন করতে হচ্ছে সুতরাং এখানে অফিস সময়ের মতো কর্মঘন্টা কিংবা শ্রমিকের মতো ক্লাস না থাকলেও ৩ ঘন্টা কলেজে বসে থাকতে বাধ্য করছে এই গভর্নিং বডি তারা শিক্ষকদের শিক্ষক না ভেবে ভাবে শ্রমিক কিংবা মজুর হিসেবে।

এই গবেষণার অন্যত্র দেখা গিয়েছে গভর্নিং বডির অত্যাচারে শিক্ষকদের মধ্যে যে উদ্দীপনা, সৃজনশীলতা থাকে তা নষ্ট হয়ে যায় ফলে সেই শিক্ষক তার মননশীলতাকে ধ্বংস করে কেবল চাকরি করার কিংবা চাকরি বাঁচানোর প্রবণতাই তৈরি হয় যা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য খুবই দুঃখজনক । কেননা শিক্ষক তার মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে নিত্যনতুন কৌশল আবিষ্কার করে তার শিক্ষার্থীদের প্রাণবন্ত রেখে পড়া আদায় করে নেবে এটাই স্বাভাবিক নিবে কিন্তু গভর্নিং কিংবা ম্যানেজিং কমিটির বাধা নিষেধের কারণে তা আর পেরে উঠে না ফলে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

গত দুই বছরে যে দুটি সম্প্রদায় সবচাইতে বেশি লাঞ্ছিত হয়েছে তারা হলেন শিক্ষক ও শিশু। অর্থ্যাৎ শিশুদের প্রতিবাদ করার কোন শক্তি নেই কেননা তারা খুবই ছোট এবং তারা মা বাবার ওপর নির্ভরশীল ঠিক তেমনি শিক্ষকদেরও প্রতিবাদ করার কোন অধিকার নেই কেননা তাদের কোন ক্ষমতা নেই, নেই কোন অধিকার, তারা সমাজের মানুষের করুণার ওপর চেয়ে থাকতে হয় আর তাই কমিটি কিংবা গভর্নিং বডির সব অনাচার - অত্যাচার কিংবা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। অন্যথায় সেই পিয়ার সাত্তার লতিফ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের মতো অবস্থা প্রথমে বিভিন্নভাবে নির্যাতন তারপরে শোকোজ এবং সর্বশেষ চাকরি থেকে বরখাস্ত! শিক্ষামন্ত্রীসহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিকট তাই সবার প্রশ্ন ম্যানেজিং কমিটি কিংবা কলেজের গভর্নিং বডি দ্বারা এ নির্যাতন আর কত সইতে হবে? পরিচালনা পর্ষদের নিকট থেকে চাকরিচ্যুতি হওয়ার ক্ষমতা আর কত কাল থাকবে? এই ক্ষমতা বিভিন্নভাবে অপপ্রয়োগ হচ্ছে তারপর কি সরকার এই ক্ষমতাটি পরিচালনা পর্ষদের ওপর ছেড়ে দেবে? কারণ শিক্ষককে সর্বদা পরিচালনা পর্ষদের মন খুশি করে চলতে হয় পরিচালনা পর্ষদ যদি বলে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে শিক্ষকদের তা মেনে নিতে হবে আর তা নাহলে সেই শোকজ আর বরখাস্তের ব্যবস্থা!

সবশেষে জানা গেল শিক্ষা মন্ত্রাণলায় এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কিন্তু প্রশ্ন হলো এই তদন্ত কমিটি দিয়ে কি পুরো ঘটনাটি আড়াল করা হচ্ছে না তো? আবার প্রশ্ন জাগে এই তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়ে কেননা এ দিন তো সেখানে শিক্ষা কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গঠিত তদন্ত কি আলোর মুখ দেখবে? নাকি সেই শিক্ষককে আবারও দোষী সাব্যস্থ করে পুনরায় তার বিচার চাওয়া হবে? যাইহোক, শিক্ষামন্ত্রী যে তদন্তের কথা বলেছেন সেখানে যদি সত্যিই সাংসদ দোষী বলে সাব্যস্ত হোন তবে মন্ত্রী কি এই সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে? নাকি সিলেটের এমসি কলেজের ছাত্রাবাস পোড়ানোর তদন্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে না পেরে কেবল চোখের পানিই ঝরাবেন! আর যদি সেই সংসদ সদস্যসহ সেখানে উপস্থিত সরকারি কিংবা শিক্ষা কর্মকর্তার বিচার না হয় তবে তবে শিক্ষকের মর্যাদা কবিতাটির শেষ দুটি লাইন মনে হয় এভাবে পড়তে হবে -

আজ থেকে চির অবনত হলো শিক্ষাগুরুর শির
সত্যিই তুমি মহান নেতা নারায়ণগঞ্জের সেলিম

তবে আইনমন্ত্রী, পর্যটনমন্ত্রীসহ অনেকে এর সমালোচনা করেছেন কিন্তু সেই সংসদ সদস্যদের শাস্তি কি শুধুই ক্ষমা নাকি অন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে? মন্ত্রী শাস্তি কিংবা চোখের পানি যেটাই ঝরান না কেন শিক্ষক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, শিক্ষকদের বদলি সুবিধা প্রদান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ এবং গভর্নিং বডির হাত থেকে শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সরকারের হাতে নিয়ে যাওয়াসহ গভর্নিং বডির সংশোধন করা সর্বোপরি এই ধরনের ঘটনা সাধনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এখন সময়ের এবং বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ, মানবাধিকার সংগঠনসহ পুরো দেশবাসীর দাবি হিসেবে পরিণত হয়েছে।

[লেখক : প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, ফেনী সাউথইস্ট ডিগ্রি কলেজ]
adil_jnu@yahoo.com